অংশগ্রহণমূলক ওয়াশ বিপন্নতা নিরূপণ সহায়িকা

LOTTERY FUNDED

WaterAid

অংশগ্রহণমূলক ওয়াশ বিপন্নতা নিরূপণ সহায়িকা
(জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য প্রণীত)

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১৩

গ্রন্থনা ও প্রদায়ন
আবদুল্লাহ আল রাশেদ, রূপান্তর

সহযোগিতা
আরিফ আবদুল্লাহ খান, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
কাজী রাশেদ হায়দার, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
সাফিনা নাজনীন, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
ইয়াসিন কবির, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
মোঃ সাইদুর রহমান, ইউ এস টি
সৈয়দ মনিবুল হাসান, সুশীলন
কৌশিক আহমেদ, সুশীলন
মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, রূপান্তর
আব্দুর রহমান খান, সাস

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
এ এস এম শফিকুর রহমান

বর্ণ বিন্যাস
ক্লেমেন্ট সেরাও

আলোকচিত্র
মুনেম ওয়াসিফ

প্রকাশক
ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

মুদ্রণ
পিপল্‌স প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

কপিলেফট

এই সহায়িকাটি ওয়াটারএইড বাংলাদেশ, সহযোগী সংস্থাসমূহ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত। মুনাফার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে এ প্রকাশনার যে কোন অংশ প্রকাশকের কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্বক পুনঃমুদ্রন কিংবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে।

প্রাক-কথন

ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশ অতিমাত্রায় দুর্যোগ প্রবণ। তাছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন রকম প্রভাবের কারণে এই সকল দুর্যোগের বিপন্নতার মাত্রা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বন্যা, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস এবং খরার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা ওয়াশের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যকে বিভিন্নভাবে হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে। এই ঝুঁকি প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ও এর উপর নির্ভরশীল মানুষের ওয়াশকেন্দ্রিক প্রাত্যহিক জীবন প্রণালীকে ব্যাহত করে। এ বাস্তবতার নিরিখে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ওয়াটারএইড জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ কর্মসুচি বাস্তবায়নের পূর্বে এর বিপন্নতা নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা নিরূপণে কৌশল প্রণয়ণের পদ্ধতি ঠিক করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ওয়াটারএইড বাংলাদেশ-এর ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রোগ্রাম। এ উদ্যোগে সহযোগিতা করেছেন ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রোগ্রামের সহযোগী সংগঠনসমূহ (রূপান্তর, সুশীলন, ইউএসটি, সাস)। তাদের প্রতি রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা। এর সফল প্রয়োগ ওয়াশ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন কর্মীদের কাজের মানকে উন্নত ও সহজ করবে বলে আমরা আশা করি।

ডাঃ মোঃ খায়রুল ইসলাম
কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ
ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

সূচী

জলবায়ু পরিবর্তন ৫

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সাথে ওয়াশ এর সম্পর্ক ৫

অংশগ্রহণমূলক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা নিরূপণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত টুলসমূহ ৬

যারা এই সহায়িকাটি ব্যবহার করবেন ৭

কেন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ ৭

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা বিশ্লেষণের প্রস্তুতি ৮

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ ৮

সহায়কদের প্রস্তুত করার জন্য যে সকল প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন ৮

এজন্য কয়েকটি বিষয়ের প্রতি মনযোগ দিতে হবে ৮

বিপন্নতা বিশ্লেষণের জন্য দল গঠন ৮

বিপন্নতা বিশ্লেষণে করনীয় ৯

অংশগ্রহণকারী নির্বাচন ১০

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা নিরূপণ প্রক্রিয়া ১১

১. জলবায়ু পরিবর্তন ও ওয়াশ বিপন্নতা সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন ১২

২. দলীয় আলোচনা ১৪

৩. সমস্যার অগ্রাধিকার ক্রম বিশ্লেষণ ১৭

৪. ওয়াশ ক্যালেন্ডার ১৯

৫. প্রাতিষ্ঠানিক মানচিত্রায়ন ২১

৬. ওয়াশ মানচিত্রায়ন ও অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণ ২৪

৭. ওয়ার্ড উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা ২৮

৮. ওয়ার্ড পর্যায়ে তথ্য যাচাই ও স্বীকৃতি ৩০

৯. তথ্য সন্নিবেশকরণ ৩২

১০. ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য যাচাই ও স্বীকৃতি ৩৩

জলবায়ু পরিবর্তন

আবহাওয়ার দৈনন্দিন উপাদান যেমনঃ তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বাতাসের আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির দীর্ঘ সময়ের গড় অবস্থা হচ্ছে ঐ এলাকার জলবায়ু। আবহাওয়ার এই উপাদানসমূহ সময়ভেদে, দিনভেদে ভিন্ন হয়। যেমন: উপাদানসমূহের সকালের অবস্থা দুপুর কিংবা রাতের অবস্থা থেকে ভিন্ন। আবার দিনভেদে একই সময়ের আবহাওয়ার উপাদানসমূহের মানের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। বছরের কিছু মাসের আবহাওয়ার এই মানসমূহ প্রায় কাছাকাছি থাকে, ফলে ঐ মাসগুলোতে গরম কিংবা ঠান্ডা অনুভূত হওয়া, বৃষ্টিপাতের ধরণ, প্রবাহিত বাতাসের দিক (যেমন দক্ষিণা বাতাস না উত্তরা বাতাস), বাতাসের জলীয়বাস্পের পরিমাণ ইত্যাদি প্রায় একই রকম বলে প্রতীয়মান হয়।

আবহাওয়ার উপাদানমূহের কয়েক মাসের গত অবস্থা একটি ঋতুর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। প্রচলিত অর্থে এবং দীর্ঘকাল ধরে পরিচিত এই জলবায়ুগত অবস্থা এবং ঋতু বৈচিত্র্যে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে এক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন বাংলাদেশে ঋতুর সংখ্যা ছয়টি থেকে বর্তমানে অনেক স্থানে তিনটিতে (শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা) নেমে এসেছে। আবার দীর্ঘ মেয়াদে জলবায়ুর সামগ্রিক রূপও পাল্টে যাচ্ছে। যেমন: গরমকালে গড় তাপমাত্রা আগে থেকে বেড়ে যাচ্ছে, শীতকালে কখনো বেশি ঠান্ডা, কখনো বা যখন ঠান্ডা পড়ার কথা তখন না পড়ে তা অন্য সময়ে পড়ছে। এমন সময়ে কুয়াশা পড়ছে যা আগে কখনো দেখা যায়নি; আবার যখন বৃষ্টি হবার কথা তখন না হয়ে অন্য সময়ে হচ্ছে, কখনো বা দীর্ঘ সময় ধরে খরা বিদ্যমান থাকছে।

সর্বোপরি আবহাওয়া, জলবায়ুর উল্লেখিত উপাদানসমূহের যে অবস্থা বা বৈশিষ্ট্যের সাথে আমরা পরিচিত তার ব্যত্যয় ঘটছে। এই ব্যত্যয় বা পরিবর্তনকেই সামগ্রিক অর্থে জলবায়ু পরিবর্তন বলে। জলবায়ু পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি বোঝা, পৃথিবীব্যাপী, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় ক্ষেত্রে কতটুকু পরিবর্তন ঘটেছে তা জানার জন্য দেশে বিদেশে বিস্তর গবেষণা হচ্ছে। ২০০৭ সালে প্রকাশিত আইপিসিসি-এর গবেষণার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের মে মাসের তাপমাত্রা (১৯৮৫-১৯৯৮ সালের) গড় অবস্থা থেকে এক ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং নভেম্বর মাসের তাপমাত্রা প্রায় ০.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস বেড়েছে।

পাশাপাশি বন্যা এবং সাইক্লোনের প্রকোপ, উপকূলীয় অঞ্চলে জল ও মাটিতে লবনাক্ততার মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের এ গতি একদিকে যেমন মানুষের জীবিকা, খাদ্য-নিরাপত্তা, অবকাঠামো ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে তেমনি তাদের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি চর্চার উপরও হুমকি সৃষ্টি করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সাথে ওয়াশ এর সম্পর্ক

ওয়াশ এর প্রেক্ষিতে জলবায়ুর উপাদাসমূহের পরিবর্তনের অর্থ হল নিরাপদ পানির উৎসসমূহে পানি প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা (যেমন ভূপৃষ্ঠস্থ পানির উৎস পুকুর/খাল/নদী শুকিয়ে যাওয়া) কিংবা বন্যা বা সাইক্লোনের ফলে উৎসসমূহ অকার্যকর বা নষ্ট হয়ে পড়া। ফলে সুপেয় পানি প্রাপ্তি এবং দৈনন্দিন অন্যান্য কাজের জন্য নিরাপদ

পানির একটি প্রকট সংকট দেখা দেয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ মানুষের পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যাভ্যাস এর উপরও এর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পয়ঃনিষ্কাশন প্রক্রিয়া এবং স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব স্থানীয় সাধারণ মানুষ যেভাবে অনুধাবন করে তা বাইরের কারো পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা সম্ভব নাও হতে পারে। সমস্যার প্রকৃতি ভালভাবে বিশ্লেষণ করা না হলে তা সমাধানের চেষ্টা করা কিংবা প্রভাব কমিয়ে আনার কাজও ভালভাবে করা সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপন্নতা নিরূপণের পদ্ধতি তৈরী করা একটি প্রয়োজনীয় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই গাইডলাইন/সহায়িকায় সেই কৌশলই নির্দেশিত হয়েছে; যেখানে সাধারণ মানুষ কতগুলো পদ্ধতি প্রয়োগ করে ওয়াশ-এর উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব তার অভিজ্ঞতার আলোকে মূল্যায়ন করতে পারবে। বিপন্নতা মূল্যায়নের এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে তিন দিনের কার্যপ্রণালী ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে যা টেবিল-১ এ সন্নিবেষ্টিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ কৌশলটি প্রণয়নে পিআরএ-তে ব্যবহৃত বিভিন্ন টুল বা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এ কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের স্বার্থে অনেক টুলকে জলবায়ু পরিবর্তন ও ওয়াশ বিষয়ের আলোকে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। যেমন- পিআরএ-তে ব্যবহৃত সামাজিক মানচিত্রায়ন এর আলোকে এখানে ওয়াশ মানচিত্রায়ন করা হয়েছে। ওয়াশ বিপন্নতা নিরূপণের ক্ষেত্রে পার্টিসিপেটরি ভালনারেবিলিটি এ্যাসেসমেন্ট (পিভিএ)-এ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগানো হয়েছে। এ কৌশলপত্রে উল্লেখিত পদ্ধতিগুলো পরবর্তী ধাপসমুহে আলোচনা করা হয়েছে।

অংশগ্রহণমূলক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা নিরূপণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত টুলসমূহ

পদ্ধতি	মূল ভুমিকাপালনকারী	কাজের প্রকৃতি
জলবায়ু পরিবর্তন ও ওয়াশ ঝুঁকি সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন	সহায়ক	অবস্থা পর্যবেক্ষণ
দলীয় আলোচনা	সহায়ক ও কমিউনিটি	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কমিউনিটির ওয়াশ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা বিশেষণ
সমস্যার অগ্রাধিকারক্রম বিশ্লেষণ	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	ওয়াশ সংক্রান্ত পরিকল্পনা তৈরী
ওয়াশ বিপন্নতা ক্যালেন্ডার	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	অবস্থা পর্যবেক্ষণ
প্রাতিষ্ঠানিক মানচিত্রায়ন	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	অবস্থা পর্যবেক্ষণ
ওয়াশ মানচিত্রায়ন	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	অবস্থা পর্যবেক্ষণ
ওয়ার্ড কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	উপস্থাপন, তথ্যের যাচাই, ও ওয়াশ সংক্রান্ত পরিকল্পনা তৈরী
ওয়ার্ড পর্যায়ে তথ্য উপস্থাপন ও যাচাই	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	তথ্যের যাচাই ও স্বীকৃতি
তথ্য সন্নিবেশকরণ	সহায়ক	প্রতিবেদন তৈরী
ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য উপস্থাপন ও যাচাই	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	তথ্যের যাচাই ও স্বীকৃতি

কতগুলো মূলনীতির উপর ভিত্তি করে এই কমিউনিটি ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা নিরূপণ টুল গুলো তৈরী হয়েছে। এগুলো হলো-

- বিপন্নতা নিরূপণে সাধারণের বিশেষ করে মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ
- অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ
- কমিউনিটি কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী করার সুযোগ
- সক্ষমতা বাড়ানো এবং কমিউনিটিকে দায়িত্বশীল করা

এটা আশা করা যায় যে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ওয়াশ এর প্রেক্ষিতে বিপন্নতার যে সকল ক্ষেত্র চিহ্নিত হবে; কমিউনিটিকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি টেকসই ওয়াশ ব্যবস্থা তৈরি করতে পারবেন।

যারা এই সহায়িকাটি ব্যবহার করবেন

ওয়াশ প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সরকারী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে মাঠ পর্যায়ে যে সকল কর্মকর্তা/প্রশিক্ষক কাজ করেন তারা জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ওয়াশ-এর ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি নিরূপণের জন্য এই সহায়িকা নির্দেশিত পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। কর্মকর্তারা মূলত অনুঘটক (facilitator বা সাহায্যকারী) হিসেবে কাজ করবেন এবং সাধারণ জনগণ বা ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী তাদের অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে বিপন্নতার মাত্রা ও এর ক্ষেত্র সম্মন্ধে বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরবেন। সর্বশেষে তাদের করনীয় বিষয় এবং সরকারি বেসরকারি সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করবেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিতভাবে কর্মপদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে।

কেন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ

টেকশই ওয়াশ কার্যক্রম এর জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপন্নতা কি ধরণের প্রভাব ফেলছে এ সংক্রান্ত মূল্যায়নের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ জনগনের ওয়াশ ব্যবস্থায় যেমন মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে তেমনি এর প্রভাব মানুষের জীবন ও জীবিকাকে ধীরে ধীরে দূর্বিসহ ও সীমিত করে তোলে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘটে যাওয়া সিডর, আইলা এবং সম্প্রতি আঘাত হানা মহাসেন এর বড় উদাহরণ। এছাড়া দেশের চরাঞ্চল ও নদীর তীরবর্তী এলাকায় সাম্প্রতিককালের নদীভাঙন, বন্যা ও জমির উপর বালুকরণ ওয়াশ বাস্তবায়নকারীদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, পরপর নদীভাঙনের ঘটনা ও এর তীব্রতা, বন্যা, বালুকরণ ইত্যাদি উপকূল ও নদীর তীরবর্তী ও চর এলাকায় বসবাসরত মানুষের জীবন, জীবিকা ও ওয়াশ ব্যবস্থার উপর প্রচন্ড প্রতিকূল প্রভাব ফেলছে এবং তাকে তার অভিযোজন ক্ষমতার বাইরে ঠেলে দিচ্ছে। আবার দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের হাওড় অধ্যুষিত এলাকার বিপন্নতা উপকূল ও নদী অববাহিকা থেকে ভিন্নতর হলেও আমাদের শঙ্কার বাইরে না। সেখানেও দীর্ঘকালীন জলমগ্নতা, আগাম বন্যা মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জীবন-প্রণালীতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ওয়াশ কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যদি তাদের কাজে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতাকে বিবেচনা করেন তাহলে তারা মানুষের ওয়াশ বিপন্নতা হ্রাসে সহায়তা করতে পারবেন।

স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচিগুলো কখনো কখনো দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচির ফলাফলকে সহায়তা করে থাকে এবং পাশাপাশি চলতে থাকে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে বা কোন দুর্যোগ হানা দিলে দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী কর্মসূচির সুফল হারিয়ে যায়। ওয়াশ বিপন্নতা, বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা দরিদ্র মানুষের জীবন ও জীবিকাকে দুর্বল করে ফেলে, যা তাদের স্বাস্থ্য ও জীবনযাপনকে মারাত্মক হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। ওয়াশ এর এই বিপন্নতা দীর্ঘমেয়াদে মানুষের সক্ষমতা, দৃঢ়তা এবং উন্নত জীবনমান অর্জন করার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা বিশ্লেষণের প্রস্তুতি

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা শুধুমাত্র ব্যক্তি বা পরিবার পর্যায়ের নয় বরং এর ব্যাপ্তি কমিউনিটি, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত । আবার এর অভিজ্ঞতাও এক একজনের কাছে এক এক রকম। তাই এ বিপন্নতা বিশ্লেষণ কার্যক্রমটি হতে হবে অংশগ্রহণমূলক। এক্ষেত্রে সহায়কদের পিআরএ এবং এর টুলগুলি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কারণ, এ কার্যক্রমে সহায়কের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সহায়কগণ যদি তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে না পারেন, তাহলে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হবেনা। কাজেই সহায়কদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে মাঠে পাঠাতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ

- ওয়াশ বিপন্নতা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা
- কি ধরণের তথ্য সংগ্রহ করা হবে তা নির্ধারণ করা
- দল ও জনগোষ্ঠীকে প্রস্তুত করা
- সেকেন্ডারি তথ্য বিশ্লেষণ
- স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে কর্মশালা

সহায়কদের প্রস্তুত করার জন্য যে সকল প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন

- প্রশিক্ষণ
- সম্পর্ক উন্নয়নের কৌশল
- মনোভাবের পরিবর্তন করা
- পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা
- পরিবেশ সৃষ্টির দক্ষতা বৃদ্ধি

এজন্য কয়েকটি বিষয়ের প্রতি মনযোগ দিতে হবে

- কার্যক্রমটি সময়োপযোগী কি না
- জনগণের সম্মতি আছে কি না
- আবহাওয়া অনুকূল কি না
- বসার ব্যবস্থা ও স্থান ঠিক আছে কি না
- বসার ব্যবস্থা সকলের জন্য একই কি না
- উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ অংশগহণকারীরা পাচ্ছে কি না
- কাজটির জন্য পর্যাপ্ত সময় রাখা হয়েছে কি না

বিপন্নতা বিশ্লেষণের জন্য দল গঠন

বিপন্নতা বিশ্লেষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমপক্ষে তিন জনের সহায়ক দল প্রয়োজন। এদের মধ্যে একজন সেশন ফ্যসিলিটেশন করবেন অন্য একজন নোট নেবেন। কোনভাবেই একজন সহায়ক দিয়ে বিপন্নতা বিশ্লেষণের কাজ করানো ঠিক হবেনা। এতে ভালো ফল পাওয়া যায়না। বিপন্নতা বিশ্লেষণের কাজটি যেখানে হবে সেখানে অনাকাঙ্খিত ভীড় এড়ানো ও আলোচনা নির্বিঘ্ন রাখার জন্য আরো একজন সহায়ক প্রয়োজন। তিনি এই কাজটির সাথে সাথে কার্যক্রমটি পরিচালনার জন্য জনগণকে সংগঠিত করার কাজটিও করতে পারেন। তার ভূমিকা হবে একজন সহযোগীর। এই তিনজনের ভূমিকা হবে নিম্নরূপ:

সহায়ক

সহায়ক সার্বিকভাবে বিপন্নতা বিশ্লেষণের কাজটি পরিচালনা করবেন। পিআরএ সম্পর্কে তার সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। বিপন্নতা বিশ্লেষণ পরিচালনার কাজ ছাড়াও আলোচনার নোট রাখা, রিপোর্ট তৈরী ইত্যাদি সম্পর্কে তার ধারণা থাকতে হবে। এছাড়াও দলীয় সংহতি বজায় রাখা এবং প্রত্যেকের কাজের সমন্বয় করাও তার দায়িত্ব। এক কথায় বলা যায় তিনিই বিপন্নতা বিশ্লেষণ কার্যক্রমের নেতা। তার নেতৃত্বেই এ বিষয়ক সকল কার্যক্রম পরিচালনা হওয়া উচিত।

নোট টেকার

নোট টেকার আলোচনার প্রতিটি অংশ লিখে ফেলবেন। অংশগ্রহণকারীদের প্রতিটি কথা, এমন কি আচরণগত বিভিন্ন দিকও রেকর্ড করবেন। নোট টেকার তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে পরিচালনা যত ভালোই হোক না কেন, প্রতিবেদন তৈরী করার সময় প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবেনা।

নোট টেকার অধিবেশন পরিচালনার সময় কোনভাবেই আলোচনায় অংশ নেবেন না। সহায়ক যদি কোন বিষয় আলোচনা করতে ভুলে যান তাহলে সকলের অলখ্যে নোট টেকার সহায়ককে তা মনে করিয়ে দেবেন মাত্র। উল্লেখ্য, আলোচনায় যদি ভয়েস রেকর্ডিং এর ব্যবস্থা থাকে তাহলেও নোট টেকার একই মানসম্পন্ন নোট নেবেন। কারণ এই বিপন্নতা বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রণয়নে যতগুলো টুল ব্যবহার করা হয়েছে তাদের একটির সাথে অন্যটির একটা ধারাবাহিক সম্পর্ক আছে এবং এক টুল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য/উপকরণ পরের টুল ব্যবহার করার সময় প্রয়োজন হবে।

সহযোগী

সহযোগী অংশগ্রহণকারীদের বসার ব্যবস্থা ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করবেন। খোলা স্থানে কার্যক্রমটি চললে অনাকাঙ্খিত ভীড় নিয়ন্ত্রণ করে আলোচনা অব্যাহত রাখতে সহায়তা করবেন। তিনিও কোনভাবেই আলোচনায় অংশ নেবেন না।

বিপন্নতা বিশ্লেষণে করনীয়

অংশগ্রহণকারীদের স্বীকৃতি দেবার ও যথাযথভাবে ডকুমেন্টেশনের জন্য বিপন্নতা বিশ্লেষণের পরেও কিছু করনীয় রয়েছে। সেগুলি হলঃ

- প্রতিটি কাজ শেষ হবার পরে অংশগ্রহণকারীদের দিয়ে বিষয়টি স্থিরীকরণ করানো, আবার আলোচনা করা; এতে করে এমন তথ্য আসতে পারে যা ইতোমধ্যে আসেনি
- ব্যবহার করা প্রতিটি ব্রাউন পেপারে এলাকার নাম, ঠিকানা ও তারিখ লিখে রাখা
- অংশগ্রহণকারীদের নাম, বয়স ও পেশা লিখতে হবে
- অংকিত মানচিত্রে দিক নির্দেশনা ও লিজেন্ড থাকতে হবে
- প্রতিটি টুল সম্পন্ন করতে কত সময় লেগেছে, কি কি অসুবিধা ছিল তা উল্লেখ করতে হবে

বিপন্নতা বিশ্লেষণ কার্যক্রমে যা করা উচিত নয়

- কাউকে বিদ্রুপ করা
- কাউকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা
- অধৈর্য হওয়া
- অপ্রয়োজনীয় আলোচনা করা
- সবাই একসাথে কথা বলা

- আলোচনার সময় অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা
- একই বিষয় বারবার বলা
- একটি আলোচনা চলার সময় অপ্রাসঙ্গিক অন্য আলোচনার অবতারণা করা, ইত্যাদি

বিপন্নতা বিশ্লেষণ কার্যক্রমে যা মনে রাখা দরকার

- হাসি মুখে কথা বলা
- অংশগ্রহণকারীদের সাথে আই কনটাক্ট স্থাপন করা
- খোলামেলা আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করা
- কোন বিষয়ে কারো বক্তব্য যুক্তিসংগত হলে তাকে উৎসাহিত করা
- দলীয় স্পৃহা সৃষ্টি করা
- অংশগ্রহণকারীদের বুঝতে দিন যে আপনি মনযোগ দিয়ে শুনছেন
- শুনুন বেশি, বলুন কম
- নিষ্ক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় করা
- যারা বেশি কথা বলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা
- উপকরণ ব্যবহারের কৌশল শিখিয়ে দিন

অংশগ্রহণকারী নির্বাচন

পদ্ধতি-১

যে ওয়ার্ডের জলবায়ু পরিবর্তন ও ওয়াশ বিপন্নতা বিশ্লেষণ করা হবে প্রাথমিকভাবে সে ওয়ার্ড-এ একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি তৈরীতে সহায়তা করতে হবে। এই কমিটির সদস্য হতে পারে সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্যসহ ২৫-২৬ জন। সংশ্লিষ্ট মহিলা ইউপি সদস্য কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন। এই কমিটির সদস্যরাই পরে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী হিসাবে থাকবেন। এদের সাথে ৩ দিনব্যাপী বিভিন্ন টুলস্ ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় এলাকার জলবায়ু পরিবর্তন ও এর সাথে নিরাপদ পানি, পয়োঃব্যবস্থা, নিরাপদ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতার ঝুঁকি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হবে।

ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ৩০-৫০% নারী সদস্য রাখুন যাদের শিশু ও কিশোরী আছে। তাদের কাছ থেকে শিশুস্বাস্থ্য ও বয়ো:সন্ধিকালীন সমস্যা জানা সহজ হবে। ২৫ জনের দল নির্বাচন ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে ৩-৪ জন প্রবীণ সদস্য রাখুন। এদের বয়স হবে ৫০-৬০ বছর। এ সদস্যদের কাছ থেকে স্থানীয় এলাকার জলবায়ু পরিবর্তনচিত্র, ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, তাপমাত্রা, চর ও নদনদীর গতিপথের পরিবর্তনের ইতিহাস জানা সহজ হবে।

পদ্ধতি-২

যে ওয়ার্ডের জলবায়ু পরিবর্তন ও ওয়াশ বিপন্নতা বিশ্লেষণ করা হবে প্রাথমিকভাবে সে ওয়ার্ড সকল পাড়া ও গ্রাম থেকে শ্রেণী, পেশা, লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম, বর্ণ এর প্রতিনিধিত্ব রেখে ৩০-৪০ সদস্যের একটি দল গঠন করুন। এই দলে সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্য ও মহিলা সদস্যকে অবশ্যই রাখতে হবে। এই দলের সদস্যরাই পরে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী হিসাবে থাকবেন। এদের সাথে ২ দিনব্যাপী বিভিন্ন টুলস ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় এলাকার জলবায়ু পরিবর্তন ও এর সাথে নিরাপদ পানি, পয়োঃনিস্কাশন, নিরাপদ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতার ঝুঁকি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হবে। এই বিপন্নতা নিরূপণকারী দলে ৩০-৫০% নারী সদস্য রাখুন যাদের শিশু ও কিশোরী আছে। তাদের কাছ থেকে শিশু স্বাস্থ্য ও বয়ো:সন্ধিকালীন সমস্যা জানা সহজ হবে। এছাড়াও

এ দলে ৩-৪ জন প্রবীণ সদস্য রাখুন। এদের বয়স হবে ৫০-৬০ বছর। এ সদস্যদের কাছ থেকে স্থানীয় এলাকার জলবায়ু পরিবর্তনচিত্র, ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, তাপমাত্রা, চর, হাওড় ও নদনদীর গতিপথের পরিবর্তনের ইতিহাস জানা সহজ হবে।

এ পদ্ধতিতে তথ্য উপস্থাপন ও চুড়ান্তকরণ হলে পরে সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্যকে প্রধান ও মহিলা সদস্যকে উপদেষ্টা করে ২৫ সদস্যের ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি তৈরী করুন । এ কমিটির কাজ হবে ওয়াশ ও উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা নিরূপণ প্রক্রিয়া

১. জলবায়ু পরিবর্তন ও ওয়াশ বিপন্নতা সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন (Orientation)
২. দলীয় আলোচনা (Group Discussion)
৩. সমস্যার অগ্রাধিকার ক্রম বিশ্লেষণ (Problem Priority Analysis)
৪. ওয়াশ ক্যালেন্ডার (WaSH Calender)
৫. প্রাতিষ্ঠানিক মানচিত্রায়ন (Institutional Mapping)
৬. ওয়াশ মানচিত্রায়ন ও অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণ (WaSH Mapping and Wellbeing Ranking)
৭. ওয়ার্ড উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা (Ward Development Plan)
৮. ওয়ার্ড পর্যায়ে তথ্য যাচাই ও স্বীকৃতি (Data Validation at ward level)
৯. তথ্য সন্নিবেশকরণ (Data Compilation)
১০. ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য যাচাই ও স্বীকৃতি (Data Validation at union level)

১. জলবায়ু পরিবর্তন ও ওয়াশ বিপন্নতা সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন

স্থান: সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের একটি ঘর বা ফাকা জায়গা যেখানে ৩০-৩৫ জন লোক বসে সহজে নির্বিঘ্নে আলোচনা করতে পারে।	
উদ্দেশ্য	যে ওয়ার্ডের জলবায়ু পরিবর্তন ও ওয়াশ বিপন্নতা জানতে চাইব সেখানকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি/স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে জলবায়ু ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উপলব্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ এর বিষয়ে জানা। সেই সাথে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন সংক্রান্ত ইস্যুতে তাদের অবস্থান জানতে চাওয়া।
উপকরণ	• নোটবুক। • কলম। • ক্যামেরা।
প্রক্রিয়া	• অংশগ্রহণকারী সকলে গোল হয়ে বা ইউ আকৃতিতে বসবেন। • শুভেচ্ছা বিনিময় ও পরিচয় পর্ব শেষ করবেন। • ২/৩ মিনিট সৌজন্যমুলক কথা বলুন। • আলোচনার উদ্দেশ্য পরিস্কার করে বলুন। • জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা জানা। না বুঝলে সহায়ক তাদের বিষয়টি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেবেন। • সকল অংশগ্রহণকারীর টয়লেট এর মালিকানা, ধরণ, ব্যবহার, দূরত্ব, পরিচ্ছন্নতা , খাবার পানির উৎস, মালিকানা, ব্যবহার, দুরত্ব, অর্থ-ব্যয়, সময় ব্যয় এবং অন্যান্য গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত পানির উৎস, ধরণ, সহজলভ্যতা ইত্যাদি তথ্য জানবেন। • জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এলাকার প্রাকৃতিক অবস্থার কোন কোন দিকের পরিবর্তন হচ্ছে তা জানা। যেমন- নদীভাঙন, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, লবণাক্ততা, ঋতু পরিবর্তন, খরা ইত্যাদি • ওয়াশ সম্পর্কে তাদের ধারণা জানা। • জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে (তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, নদী ভাঙন, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা, ঋতু পরিবর্তন, খরা ইত্যাদি) ওয়াশের (পানি, টয়লেট, পরিচ্ছন্নতা) ক্ষেত্রে কি প্রভাব ফেলছে তা জানা।
সতর্কতা	এখানে বিস্তারিত ও গভীর আলোচনার প্রয়োজন নেই। এখান থেকে শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকৃতি, বিপন্নতা ও ওয়াশের ঝুকির ক্ষেত্র/পয়েন্টগুলো জানতে হবে।
এখন-তখন টেবিল	এটা মূলতঃ একাটি তুলনামূলক চিত্র। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন গ্রাম বা এলাকায় একটি বড় সময়ের ব্যবধানে জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদান ও ওয়াশ এর পরিবর্তনের চিত্র পাওয়া যায় তাকে বলে এখন-তখন টেবিল বলা যেতে পারে। এটা মূলত একটা সময়ের (২৫-৩০ বছর) জলবায়ু ও ওয়াশ-এর পরিবর্তনচিত্র। ওরিয়েন্টেশন সেশনের শেষ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে এটা নিতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা নিরূপনে এখন-তখন টেবিল	আমাদের বিষয় যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত, তাই এই টুলটির ব্যবাহার খুবই উপযোগী হবে। জলবায়ু পরিবর্তন যেহেতু দীর্ঘসময় নিয়ে ঘটে তাই এই পদ্ধতি ব্যবহারে অংশগ্রহণকারীদেরও বয়স বেশি হতে হবে, যাতে তারা একটি লম্বা/দীর্ঘ সময়কালের তথ্য সরবরাহ করতে পারেন। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ওয়াশের অতীতে সাথে বর্তমান অবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে। এমনকি নিরাপদ পানির উৎস, প্রাপ্তি, ব্যবহারের হার; পায়খানা ব্যবহারের হার, বিবর্তন, অভ্যাস এবং ওয়াশ বিষয়ক জনঅভ্যাস, অসুখ-বিসুখ, বিবর্তনের ইতিহাস পাওয়া যাবে। একই সাথে এলাকার ও জনগনের জলবায়ু পরিবতনজনিত কারনে ওয়াশ বিষয়ক বিপন্নতার চিত্রটিও পাওয়া যাবে। যেহেতু এই পদ্ধতিটি বর্তমান পরিস্থিতির সাথে অতীত পরিস্থিতির তুলনা করে, তাই জনগনের কাছে পরিবর্তনের ধারাগুলি জানতে চাইতে হবে।
উদাহরণ	

ইস্যু	২৫-৩০ বছর পূর্বে	এখন
তাপমাত্রা	কম	বেশী
শীত	প্রকোপ কম ব্যাপ্তি বেশি	প্রকোপ বেশী ব্যাপ্তি কম
পানির স্তর	তুলনামূলক উপরে	তুলনামূলক নিচে
বৃষ্টিপাত	আষাঢ়-শ্রাবণ	শ্রাবণ-ভাদ্র

নোট টেকারের কাজ	নোট টেকার আলোচনার সকল তথ্য ধারাবাহিকভাবে নেবেন। আলোচনার শেষে দ্রুত এই মুল পয়েন্ট আলাদা করে সহায়ককে দেবেন অথবা সহায়ক নোট টেকারের নোট একবার দেখে নেবেন। প্রথম পর্বের এ আলোচনা ও গৃহীত নোট বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পরবর্তীতে দলীয় আলোচনার সময় এ আলোচনার সুত্র ধরে প্রশ্ন করতে হবে।

২. দলীয় আলোচনা (Group Discussion)

স্থান: যে স্থানে জলবায়ু পরিবর্তন ও ওয়াশ বিপন্নতা সংক্রান্ত, প্রাথমিক আলোচনা হয়েছিল সে স্থান। এখানে ব্রাউন পেপার/আর্ট পেপার টানানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।	
ফোকাস গ্রুপ আলোচনা কি	সামাজিক গবেষণায় একটি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় একাটি পদ্ধতি। পিআরএ-এর এ টুলটির সাহায্যে একটি নির্ধারিত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার সুযোগ থাকে। একই রকম বৈশিষ্ট্যের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট বা সমস্যায় পতিত কতিপয় ব্যক্তিকে যখন একজন মডারেটর একই স্থানে একত্রিত করেন তখন তারা একটি গ্রুপ বা দল। এ দলের সাথে মডারেটর একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে যখন পারস্পারিক আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহ করেন তখন তাকে বলে দলীয় আলোচনা
ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় যা বেড়িয়ে আসে-	• একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে দলের লোকজন কিভাবে চিন্তা করে বা বিষয়টি নিয়ে তারা কি ভাবছে সে তথ্য পাওয়া যায়। • আলোচনার সংশ্লিষ্ট বিষয়টি কেন কিভাবে ঘটল তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা। • আলোচনা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমস্যার উৎসমূল ও এর সমাধানের উপায়। • একটি প্রকল্প সম্পর্কে এর কার্যকারিতার বিস্তারিত মূল্যায়ন। • নতুন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণে সহায়ক তথ্য।
লোকবল	অংশগ্রহণকারী- পূর্ব নির্ধারিত ২৫ জন মডারেটর - ১ জন নোট টেকার - ১/২জন
উপকরণ	• খাতা, • কলম, • মার্কার • ভয়েস রেকর্ডার • ব্রাউন পেপার
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপদাপন্নতায় কেন ফোকাস গ্রুপ আলোচনা	একটি এলাকার জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ওয়াশ-এর উপর এর প্রভাব, সমস্যা, বিপদাপন্নতা ইত্যাদি জানার জন্য দলীয় আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। একজন উন্নয়ন/সমাজকর্মী বা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়াশ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রকৃতি, জলবায়ু পরিবর্তন ও এর ইতিহাস, জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রকৃতিতে যে প্রভাব পড়েছে তা ওয়াশ (নিরাপদ পানি, টয়লেট/পায়খানা, হাইজিন)-এর ক্ষেত্রে কি ঝুঁকি নিয়ে এসেছে এবং আসতে পারে তা ওয়াশ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মী ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের জানা জরুরী। এসব বিষয়ে পরিস্কার ধারণা সংশ্লিষ্ট এলাকায় ওয়াশ প্রকল্পের জন্য কর্ম-কৌশল নির্ধারণে সহায়তা করবে। এ বিষয়ে পরিস্কার ধারণা পেতে একটি কার্যকর দলীয় আলোচনা সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মী ও প্রতিষ্ঠানকে অন্যান্য টুল ব্যবহারের তুলনায় বেশি সহায়তা করতে পারে।

দলীয় আলোচনার উদ্দেশ্য	• এলাকা সংশ্লিষ্ট জনগণের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উপলব্ধি/অভিজ্ঞতা ও অনুমিত ধারণা জানা। • জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রাকৃতিক কি কি পরিবর্তন ঘটছে (২৫-৩০ বছর এর মধ্যে কি পরিবর্তন হয়েছে এবং আগামী ২৫-৩০ বছরে কি পরিবর্তন ঘটতে পারে) তা জানা। • জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক পরিবর্তন ওয়াশ (নিরাপদ পানি, পায়খানা, পরিচ্ছন্নতা/হাইজিন)- এর উপর কি প্রভাব, কিভাবে ফেলছে তা জানা • এখানে মূলত: সমস্যা ও এর কারণ এর উপর পরিস্কার ও বিস্তৃত ধারণা দরকার। এ তথ্য পেলে পরে তার আলোকে ওয়াশ (নিরাপদ পানি, পায়খানা, পরিচ্ছন্নতা/হাইজিন)-এর বর্তমান বিপন্নতার কোন কোন দিকের কি পরিবর্তন দরকার তা জানা যাবে এবং একটি কর্ম-পরিকল্পনা ঠিক করা যাবে।
প্রস্তুতি (পূর্বের টুলস, প্রয়োজনীয় লজিস্টিক)	• আলোচনার উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে একটি প্রাথমিক চেকলিষ্ট তৈরী করা। • যেখানে বসা হবে সেখানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস আছে কি না তা দেখা। খেয়াল রাখতে হবে যেন দীর্ঘ সময় বসে থাকতে থাকতে যেন অংশগ্রহণকারীগণ বিরক্ত না হন। • পর্যাপ্ত খাতা কলম আছে কি না তা চেক করা। • কথা রেকর্ড করলে রেকর্ডার, ব্যটারি ঠিক আছে কি না তা চেক করে রাখা। • আলোচনার মাঝে চা, চকলেট বা হালকা খাবারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
টুলটি কিভাবে ব্যবহার করবেন	• অংশগ্রহণকারী সকলে গোল হয়ে বা ইউ আকৃতিতে বসবেন। • ২/৩ মিনিট সৌজন্যমুলক কথা বলা • আলোচনার উদ্দেশ্য পরিস্কার করে বলা • প্রাথমিক আলোচনা (Orientation on Climate Change and WASH) থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও মতামত অংশগ্রহণকারীদের সাথে পুনরাবৃত্তি করা। সম্ভব হলে সেই পয়েন্টগুলো ব্রাউন পেপারে মার্কার দিয়ে লিখে টানিয়ে রাখুন। • প্রাথমিক আলোচনা (ওরিয়েন্টেশন) থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও এলাকার বাস্তবতা মিলিয়ে ধারাবাহিক প্রশ্ন করুন। প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনায় শুধু পয়েন্ট জানতে চাওয়া হয়েছিল। এখন বিস্তারিতভাবে জানুন। যেমন- লবণাক্ততা বা তাপমাত্রা বাড়লে নিরাপদ পানি পাবার ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা হয়, তাপমাত্রা কমলে বা শৈত্য প্রবাহ হলে নিরাপদ পানি পাবার ক্ষেত্রে কি কি ক্ষতি/বিপদাপন্ন হয় ইত্যাদি। বিপন্নতার কারণ, ফলাফল, সম্পর্কে জানুন। • ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনজণিত দুর্যোগ এর মাত্রা কেমন হতে পারে এবং ওয়াশের ক্ষেত্রে এর কি প্রভাব পরতে পারে তা জানুন। • নোট টেকারকে এমন স্থানে বসাবেন তিনি যেন সকলের কথা ভালভাবে শোনেন এবং লিখতে পারেন। • কোন স্টোরি পেলে তা শুনে নেবেন।

আলোচনার বিশেষ অংশ (মহিলাদের জন্য)	দলীয় আলোচনার শেষে মহিলাদের আলাদাভাবে বসিয়ে ১৫-২০ মিনিটের একটি সেশন পরিচালনা করবেন। এটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন একজন মহিলা। এখানে মূলত: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা মেয়েদের জন্য বিশেষ কি সমস্যা সৃষ্টি করে তা জানতে হবে। এ সেশনে সম্ভাব্য প্রশ্ন হতে পারে- • টয়লেট জনবহুল স্থানে/দুরে থাকলে মেয়েদের টয়লেট ব্যবহারের সংক্রান্ত সমস্যা। এর প্রভাবে অসুখ-বিষুখ/প্রশ্রাবজনিত সমস্যা । সমস্যা দূর করার জন্য কি করা যেতে পারে, ইত্যাদি। • ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, জলাবদ্ধতা, বন্যা, নদী ভাঙন এর সময়ে মেয়েদের ঋতুকালীন সমস্যা (টয়লেট, ন্যাপকিন-সহজলভ্যতা, কাপড় ব্যবহার করলে শুকানোর সুযোগ। সমস্যা দূর করার জন্য কি করা যেতে পারে। এ উদ্যোগ কে নিতে পারে, ইত্যাদি। • দুর থেকে পানি আনতে হলে মেয়েদের সমস্যা (শারীরিক, সামজিক) । সমস্যা দূর করার জন্য কি করা যেতে পারে। এ উদ্যোগ কে নিতে পারে, ইত্যাদি। • ময়লা পানিতে গোসল করার ফলে সৃষ্ট সমস্যা। • বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙন, উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রায় গর্ভবতী মা ও যাদের ছোট শিশু আছে তাদের কি কি সমস্যা হয়? করনীয়, কে কি কখন করবে? সকল স্থানে এরকম প্রশ্ন হবে তা ঠিক নয়। প্রাথমিক আলোচনা, এলাকা পরিদর্শন থেকে সমস্যার ক্লু পাওয়া যাবে। এখানে যিনি আলোচনা পরিচালনা করবেন তিনি নিজেই নোট নিতে পারেন। প্রয়োজন মনে করলে একজন মহিলা নোট টেকার নিতে পারেন।
উদাহরণ	জলাবদ্ধতা ও নিরাপদ পানি ঃ----------

সমস্যা	কারণ	ভবিষ্যত (২৫-৩০ বছর পর)
১. মশা-মাছি ও রোগজীবাণু বৃদ্ধি পায়। ২. নিরাপদ পানির উৎসগুলো দীর্ঘ দিন পানির নীচে তলিয়ে থাকে। ৩. নিরাপদ পানির উৎসগুলো দূষিত হয়ে যায়।	১. দীর্ঘ দিন পানি জমে লতা-পাতা পচে যাওয়ায়। ২. পানি নিস্কাষণের ব্যবস্থা না থাকায়। ৩. সরকারী জলাশয়গুলোতে (লিজ নিয়ে) অপরিকল্পিত ভাবে মাছ চাষ করা।	উদ্যোগ না নিলে স্থায়ী জলাবদ্ধতা হবে এবং নিরাপদ পানির স্থায়ী কোন উৎস থাকবে না। নিরাপদ পানির লাভজনক বানিজ্য শুরু হবে। দরিদ্র জনগণ অর্থ খরচ করে নিরাপদ পানি পান করতে পারবে না।

৩. সমস্যার অগ্রাধিকার ক্রম বিশ্লেষণ (Problem Priority Analysis)

স্থান: একই স্থান		
সমস্যার অগ্রাধিকার ক্রম বিশ্লেষণ কি		সমস্যার অগ্রাধিকার ক্রম বিশ্লেষণ বা Problem Priority Analysis হলো এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে একাধিক সমস্যা ও প্রয়োজন থেকে একজন ব্যক্তি বা কমিউনিটি তার বা তাদের চাহিদা, প্রভাব, গুরুত্ব ও বাস্তবতার আলোকে বিচার করে ক্রমানুসারে সমাধানের জন্য সাজায়।
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা নিরূপণে সমস্যার অগ্রাধিকার ক্রম বিশ্লেষণ		পূর্বে টুলগুলি ব্যবহার করে ইতিমধ্যে গ্রাম/এলাকার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের কাছে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার গুরুত্ব বিভিন্ন রকম হতে পারে। আবার এনজিও কর্মীদের কাছেও সমস্যার গুরুত্ব ভিন্নতর হতে পারে। এই টুলটির মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলকভাবে সমস্যার অগ্রাধিকার ক্রম বিশ্লেষণ করা হয়। এটি এনজিওর প্রকল্প পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
উপকরণ		• ব্রাউন পেপার। • পেন্সিল। • পার্মানেন্ট মার্কার/পেপার মার্কার/আর্টলাইনার। • স্কেল। • সিগনেচার পেন/রঙিন পেন।
টুলটি ব্যবহারের প্রক্রিয়া		• ইতিমধ্যে চিহ্নিত সমস্যগুলি একটি ব্রাউন পেপারের এক কোনে লিখে ফেলুন। • সমস্যাগুলি ও এর কূফল বিষয়ে আলোচনা করুন । • আপনার সম্পদ ও দক্ষতা দিয়ে কোন কোন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা যাবে তা পরিস্কার করবেন। • ইতোমধ্যে ব্যবহার করা সকল টুলের ফলাফল চারিদিকের দেয়ালে টাঙিয়ে দিন। • কোন সমস্যাটি এখনই সমাধান করা দরকার সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিন। • সমস্যাটি কেন অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করতে প্রত্যেককে সুযোগ দিন। • একটি পিরামিড আকুন। এবং এটিকে দাগ টেনে তিনভাগ করুন । • অংশগ্রহণকারীরা কোন সমস্যা সম্পর্কে একমত হলে সেটি পিরামিডের সবচেয়ে উপরের ভাগে লিখুন। • যে সমস্যগুলি দ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন একইভাবে সেগুলি নির্ধারণ করুন • এগুলি পিরামিডের দ্বিতীয়ভাগে লিখুন। • কোন সমস্যগুলি একটু পরে সমাধান করলেও চলবে সেগুলি একইভাবে নির্ধারণ করুন এবং এগুলি পিরামিডের সবচেয়ে নিচে লিখুন

সমস্যার অগ্রাধিকার ক্রম বিশ্লেষণ ছক

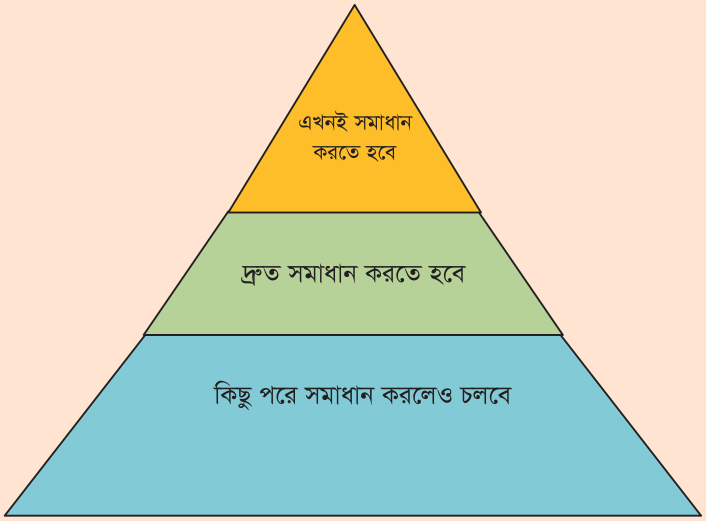

৪. ওয়াশ ক্যালেন্ডার (WaSH Calender)

স্থান: একই স্থান		
ওয়াশ ক্যালেন্ডার		ওয়াশ ক্যালেন্ডার মুলতঃ ঋতুপঞ্জির (Seasonal Calendar) কাছাকাছি রূপ। ঋতুপঞ্জি হল একটি কমিউনিটির বছরব্যাপী ঋতুভিত্তিক নিয়মিত অর্থনৈতিক ও সংগঠিত প্রাকৃতিক ঘটনা প্রবাহের বিবরণ যা তাদের জীবনের সাথে সরাসরি জড়িত। ওয়াশ ক্যালেন্ডার হলো একটি এলাকায় বছরব্যাপী সংঘটিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও এর সাথে ওয়াশের (টয়লেট, নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যাভ্যাস/হাইজিন) সম্পর্ক।
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা নিরূপনে ওয়াশ ক্যালেন্ডার-এর ভূমিকা		বছরের বিভিন্ন সময়ে বা ঋতুতে গ্রাম/এলাকার ফসল উৎপাদন, রোগবালাই, আপদ, দুর্যোগ, পোকার আক্রমণ প্রদর্শনের জন্য এই পদ্ধতিটি খুবই উপযোগী। ওয়াশ ক্যালেন্ডার তৈরীর মূল উদ্দেশ্য হল জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতার সময়কাল ও তার কারন অনুসন্ধান করা। এখানে দুর্যোগ আক্রমণের সময়কাল ও ওয়াশ বিপন্নতা বৃদ্ধির সময়কাল প্রদর্শন করা হয়। এটি এমন এক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে বছরের কোন সময়ে কি ধরনের ওয়াশ বিপন্নতা রয়েছে তা বোঝা যায়। একই সাথে এই বিপন্নতার সাথে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের সম্পর্কও নিরূপণ করে। এর ফলে বছরের কোন সময় ওয়াশ বিপন্নতা নিরসনে জোরদার কর্মসূচি গ্রহন করতে হবে তাও নির্ধারণ করা যায়।
ওয়াশ ক্যালেন্ডার তৈরীর উদ্দেশ্য		• গ্রাম/এলাকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতার সময়কাল চিহ্নিতকরণ। • গ্রাম/এলাকার দুর্যোগের ধরণ আঘাতের সময়কাল চিহ্নিতকরণ। • গ্রাম/এলাকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা নিরসনে কর্মসূচি জোরদার করার সময় চিহ্নিতকরণ।
উপকরণ		• ব্রাউন পেপার। • পেন্সিল। • পার্মানেন্ট মার্কার/পেপার মার্কার/আর্টলাইনার। • স্কেল। • সিগনেচার পেন/রঙিন পেন।
টুলটি ব্যবহারের প্রক্রিয়া		• সকলে গোল হয়ে বা ইউ আকৃতিতে বসবেন। • সহায়ক অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। • অংশগ্রহণকারীদের জড়তা মোচন ও আলোচনায় অংশগ্রহণে উৎসাহী করে তোলার জন্য গ্রামের/এলাকার ওয়াশ, ফসল ও আপদ বিষয়ক আলোচনা শুরু করবেন এবং সকল অংশগ্রহণকারী যেন আলোচনায় অংশ নেয় সে বিষয়ে নজর রাখবেন। • এবারে সহায়ক একটি ব্রাউন পেপারে অংশগ্রহনকারীদের মধ্য থেকে একজনকে একটি ছক আঁকতে বলবেন। ছকটিতে আড়াআড়ি ১৩টি ঘর থাকবে। মন্তব্য লেখার জন্য একটি বাড়তি ঘর সর্বডানে রাখা যেতে পারে। বামপাশের প্রথম ঘরটি আকারে বড় হবে, অন্য ১২টি ঘর সমআকৃতির হবে। • ছকের উপরে বামপাশের ঘরে 'দুর্যোগ ও আপদ' কথাগুলি লিখতে হবে। পাশের ১২টি ঘরে বাংলা ১২ মাসের নাম লিখতে হবে।

- সর্ববামের ঘরগুলিতে প্রথমে এলাকায় সচরাচর যে আপদগুলি আঘাত হানে সেগুলি লিখতে হবে। প্রতি ঘরের শেষে তিনটি দাগ থাকবে যা 'নিরাপদ পানি' ' স্যানিটেশন' ও 'স্বাস্থ্যবিধিচর্চা' কে উল্লেখ করবে।
- এবার কোন বিপদ বা দূর্যোগ কোন মাস থেকে শুরু হয়ে কোন মাসে শেষ হয় তা মার্কার দিয়ে দাগ দেবেন। যে মাসে দুর্যোগটি বেশি হয় সেখানে তুলনামূলক মোটা দাগ দেবেন।
- নিরাপদ পানি বছরের কোন সময়ে সহজলভ্য এবং কোন সময়ে সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য তা চিহ্নিত করতে হবে।
- পায়খানা ব্যবহার বছরের কোন সময়ে সহজ এবং কোন সময়ে কষ্টকর তা চিহ্নিত করতে হবে।
- বছরের কোন সময়ে অসুখবিসুখ, বিশেষ করে পানি ও মলবাহিত রোগ বেশি হয় তা চিহ্নিত করতে হবে।
- ওয়াশ ক্যালেন্ডার তৈরী শেষ হলে দেয়ালে ঝুলিয়ে উপস্থাপন করবেন। অংশগ্রহনকারীদের নিকট থেকে যথার্থতা যাচাই করে নেবেন। দরকার হলে সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন করবেন।
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

উদাহরণ

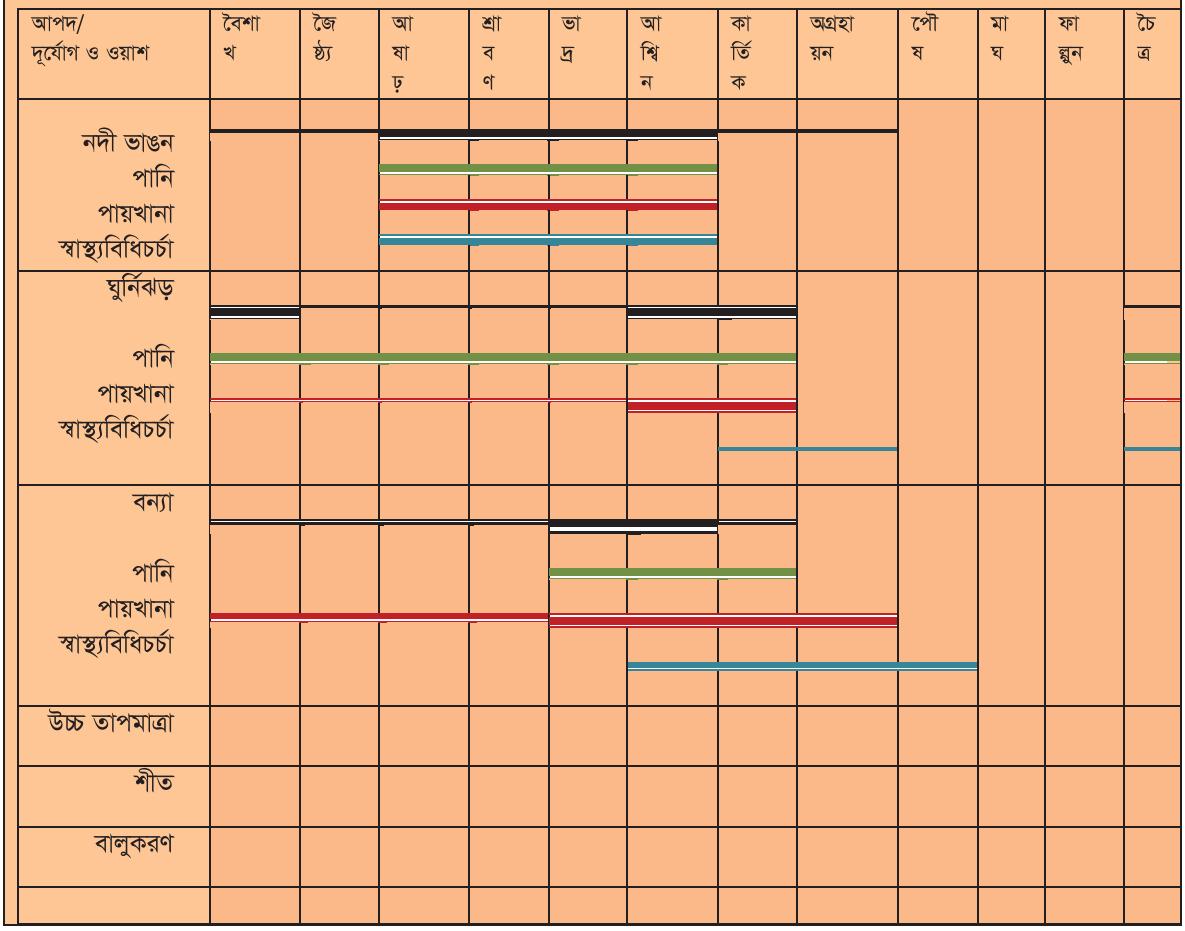

৫. প্রাতিষ্ঠানিক মানচিত্রায়ন (Institutional Mapping)

স্থান: একই স্থান	
প্রাতিষ্ঠানিক মানচিত্রায়ন কি	যখন একটি মানচিত্র অংকনের মাধ্যমে একটি কমিউনিটির তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে নিজ এলাকা বা এর আশেপাশের এলাকায় অবস্থিত প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানসমুহের অবস্থান নির্দিষ্ট করে সেখানে তাদের যাওয়া-আসার মাত্রা ও ধরণ ব্যাখ্যা করেন তখন তাকে বলে প্রাতিষ্ঠানিক মানচিত্র। প্রাথমিক দৃষ্টিতে মনে হতে পারে ভেন ডায়াগ্রাম ও প্রাতিষ্ঠানিক মানচিত্রায়ন একই বিষয়। কিন্তু বাস্তবে এদুটির মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। ভেন ডায়াগ্রাম মূলত অবস্থানগত দূরত্ব, প্রাতিষ্ঠানিক সেবা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে জনগনের সম্পর্ক যাচাই করে। অপরদিকে প্রাতিষ্ঠানিক মানচিত্র যা করে, তা হল: ১। জনগনের প্রতি প্রতিষ্ঠানের যে দায়িত্ব রয়েছে, জনগণ তা জানে কিনা। ২। প্রতিষ্ঠান জনগনের প্রতি দায়বদ্ধ কিনা। ৩। প্রতিষ্ঠানের সাড়া প্রদানের পরিধি যাচাই। ৪। প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা কাঠামোতে জনগণের অংশগ্রহনের মাত্রা যাচাই। ৫। প্রতিষ্ঠান ও জনগণের মধ্যে তথ্য প্রবাহের প্রকৃতি যাচাই। প্রাতিষ্ঠানিক মানচিত্রের মাধ্যমে জনগণের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের সাড়া প্রদানের মাত্রা, প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে জনগণের সচেতনতার মাত্রা এবং প্রতিষ্ঠানে জনগণের অভিগম্যতার মাত্রা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা নিরূপণে প্রাতিষ্ঠানিক মানচিত্রায়ন	কোন গ্রাম/এলাকায় কিছু সেবামূলক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান থাকে যাদের কার্যকর সেবা ঐ গ্রাম/এলাকার মানুষের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারনে ওয়াশ বিষয়ক বিপন্নতা বহুলাংশে কমাতে পারে। এজন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত সেবাসমূহ ওয়াশ বিষয়ক বিপন্নতা নিরূপণ ও নিরসনে নিয়ন্ত্রক উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। যেমন: বন্যাপ্রবণ গ্রামে/এলাকায় যদি একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং আশ্রয়কেন্দ্র থাকে এবং সারা বছর ও দুর্যোগকালেও যদি এগুলো চালু থাকে তাহলে জনগনের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিষয়ক সমস্যা কম হবে বলে ধরে নেওয়া যায়। অন্যদিকে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলি যদি দুর্যোগকালে সেবা প্রদান করতে না পারে বা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যদি জনগনের যাওয়া-আসা না থাকে তাহলে এটি জনগণের প্রয়োজনে তেমন কাজে আসে না। এজন্য সমাজকর্মীদের উচিত হবে কোন গ্রাম/এলাকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপদাপন্নতা নিরূপণের জন্য এধরনের প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানের পরিধি/আওতা, তাদের সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে মানুষের মনোভাব জেনে নেওয়া। এই জানার প্রক্রিয়াটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা নিরূপণের অন্যতম একটি টুল এবং এটিকে প্রাতিষ্ঠানিক মানচিত্রায়ন বলে। মোট কথা, এটি এমন একটি টুল যার সাহায্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ

		ঝুঁকি কবলিত এলাকায় বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানের প্রকৃতি, প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র মানুষের যাওয়া-আসা, এর ব্যাপকতা, প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে মানুষের সম্পর্ক ও তাদের সম্পর্কে মানুষের মনোভাব জানা সম্ভব হয়।
প্রাতিষ্ঠানিক মানচিত্রায়ন টুল ব্যবহারের উদ্দেশ্য		• জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারনে ওয়াশ ঝুঁকি কবলিত এলাকার প্রাতিষ্ঠানগুলির তালিকা করা। • জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারনে ওয়াশ ঝুঁকি কবলিত এলাকার প্রাতিষ্ঠানগুলির সেবার প্রকৃতি ও ধরণের তথ্য সংগ্রহ করা। • প্রতিষ্ঠানগুলির প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে মানুষের মনোভাব বোঝা। • জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারনে ওয়াশ ঝুঁকি কবলিত এলাকার প্রাতিষ্ঠানগুলির সেবার পরিধি জানা। • প্রতিষ্ঠানগুলিতে মানুষের যাওয়া-আসার মাত্রা নিরূপণ করা।
উপকরণ		• ব্রাউন পেপার। • পেন্সিল। • পার্মানেন্ট মার্কার/পেপার মার্কার/আর্টলাইনার। • স্কেল। • সিগনেচার পেন/রঙিন পেন।
টুলটি ব্যবহারের প্রক্রিয়া		• সকলে গোল হয়ে বা ইউ আকৃতিতে বসবেন। • অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। • সকল অংশগ্রহণকারী যেন আলোচনায় অংশ নেয় সে বিষয়ে নজর রাখবেন। • আলোচনার সুবিধার জন্য সহায়ক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা নিরসনে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করে আলোচনাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাবেন। • প্রতিষ্ঠান বলতে কি বোঝায় সহায়ক তা পরিস্কার করবেন। এরপর অংশগ্রহণকারীদের সহায়তায় গ্রামের/এলাকার ওয়াশ সম্পর্কিত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির একটি তালিকা তৈরী করবেন। আলোচ্য বিষয়টি অংশগ্রহণকারীরা অনুধাবন করেছেন কিনা বোঝার জন্য তা জানার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করবেন। • এবারে সহায়ক অংশগ্রহনকারীদের মধ্য থেকে একজন দিয়ে মানচিত্রটি আকাবেন। প্রথমেই মানচিত্রের কেন্দ্রে বড় একটি বৃত্ত আঁকতে হবে এবং এর ভেতরে জনগোষ্ঠী কথাটি লিখতে হবে। এরপরে যে প্রতিষ্ঠান থেকে জনগণ সবচেয়ে বেশি সেবা পেয়ে থাকে সেটির জন্য একটি বৃত্ত আকতে হবে এবং বৃত্তের ভেতরে প্রতিষ্ঠানের নাম লিখতে হবে। বৃত্তটি হবে সবচেয়ে বড়, তবে জনগোষ্ঠী নির্দেশক বৃত্তের চেয়ে ছোট। এরপর তুলনামূলক কম সেবা পায় এমন প্রতিষ্ঠানের জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট একটি বৃত্ত একে তার ভেতরে ঐ প্রতিষ্ঠানের নাম লিখতে হবে। এভাবে প্রতিষ্ঠানের সেবা পাবার পরিমাণের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানের জন্য আকা বৃত্তের আকার ক্রমশ ছোট হতে থাকবে। অর্থাৎ যে প্রতিষ্ঠান থেকে সবচেয়ে বেশি সেবা পাওয়া যায়, তার জন্য নির্ধারিত বৃত্ত সবচেয়ে বড় হবে এবং যে প্রতিষ্ঠানের সেবা সবচেয়ে কম পাওয়া যায় তার জন্য

নির্ধারিত বৃত্ত সবচেয়ে ছোট হবে। এখানে টয়লেট, নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসেবার জন্য আলাদা রঙের আলাদা বৃত্ত হবে।

- বৃত্তগুলি আঁকা হয়ে গেলে প্রতিষ্ঠনগুলিতে জনগণের যাওয়া-আসার ধরণ চিহ্নিত করার জন্য তীর চিহ্ন ব্যবহার করে জনগণ ও প্রতিষ্ঠানকে সংযুক্ত করতে হবে। যে প্রতিষ্ঠান জনগনের কাছে এসে সেবা প্রদান করে এবং জণগণের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করে তার জন্য দ্বিমূখী তীর (⟷) ব্যবহার করবেন। আর যে প্রতিষ্ঠান তার নির্ধারিত সেবাই প্রদান করে এবং সেবা পাবার জন্য জনগণকে প্রতিষ্ঠানের কাছে যেতে হয় তার জন্য একমূখী তীর (⟶) ব্যবহার করতে হবে।
- মানচিত্র আঁকা শেষ হলে দেয়ালে ঝুলিয়ে উপস্থাপন করবেন। অংশগ্রহনকারীদের নিকট থেকে যথার্থতা যাচাই করে নেবেন। দরকার হলে মানচিত্রটি সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন করবেন।
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

উদাহরণ

৬. ওয়াশ মানচিত্রায়ন ও অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণ (WaSH Mapping and Wellbeing Ranking)

স্থান: একই স্থান। এখানে সবার মাঝে ওয়াশ ম্যাপ এর পেপার রাখার জায়গা থাকতে হবে। পূর্বের আলোচনার পয়েন্ট ব্রাউন পেপার/আর্ট পেপারে লিখে টানানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।	
ওয়াশ ম্যাপিং/ মানচিত্রায়ন কি	ওয়াশ ম্যাপিং মুলতঃ সামাজিক মানচিত্রায়নের একটি কাছাকাছি রূপ। যখন কোন গ্রামবাসী সম্মিলিতভাবে তার গ্রামের/এলাকার সীমানা চিহ্নত করে তার ভিতরে অবস্থিত রাস্তাঘাট, আবাসন, কৃষি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, নদী-খাল-পুকুর, বাজার, বাঁধ ইত্যাদির ছবি আঁকেন তখন তাকে বলে সামাজিক মানচিত্রায়ন। আর সামাজিক মানচিত্রেই যখন খানা, প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটিভিত্তিক ওয়াশ বিষয়ক তথ্য অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করা হয় তখন তাকে বলে ওয়াশ ম্যাপ। এই পদ্ধতিটি একইসাথে অনেকগুলি ক্ষেত্রের তথ্য সংগ্রহ করে। সামাজিক মানচিত্রের মতই গ্রামের/এলাকার পরিবার, রাস্তাঘাট, আবাসন, কৃষি, প্রতিষ্ঠান, নদী-খাল-পুকুর, বাজার, বাঁধ ইত্যাদির সাথে ওয়াশ বিষয়ক সকল তথ্যও সংগ্রহ করা হয়। এখানে মুলতঃ ওয়াশ বিষয়ক তথ্যকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপদাপন্নতা নিরূপণে ওয়াশ ম্যাপিং	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা নিরূপণে এই মানচিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও লাগসই একটি টুল। এটি যেহেতু সামাজিক মানচিত্রের মতোই তাই এটি আকার ধরণও একই রকম। এই টুলটি ব্যবহার করে জনগণ একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ওয়াশ বিপন্নতা দৃষ্টিকোনের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে গ্রামের/এলাকার ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, দূর্যোগ এবং নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চার অবস্থা বিশ্লেষণ করে ম্যাপ তৈরীর মাধ্যমে তা দৃশ্যমান করে তোলে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা নিরূপণে ওয়াশ ম্যাপিং-এ ওয়াশ তথ্য দেয়ার সাথে সাথে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন তথ্য দেয়া থাকবে। সেইসাথে রাস্তা, বাঁধ, নদী, কোন দিক থেকে নদীর পানি এলাকায় প্রবেশ করে ওয়াশ কার্যক্রমকে বিপন্ন করে তার চিত্র থাকবে। এতে করে যে কেউ সহজে একটি মানচিত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার বর্তমান ওয়াশ চিত্র ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অবস্থা কিভাবে ওয়াশকে বিপন্ন করতে পারে তা বুঝতে পারবেন। এছাড়া এ মানচিত্রে এলাকার প্রতিটি খানার অবস্থান চিহ্নিত করা হবে। এখান থেকে খানাটি বিপন্নতার ধরণ ও মাত্রা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। একারনেই ওয়াশ বিপন্নতা বিশে- ষণ এই প্রক্রিয়াটি ব্যবহারের জোরালো যৌক্তিকতা রয়েছে।
ওয়াশ মানচিত্রায়ন টুল ব্যবহারের উদ্দেশ্য	• জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপদাপন্ন এলাকা চিহ্নিত করা। • জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতার প্রকৃতি ও ধরণ চিহ্নিত করা। • গ্রাম/এলাকার খানা, জনগনের সংখ্যা ও তাদের সামাজিক অবস্থান চিহ্নিত করা। • এলাকায় বিদ্যমান সকল ওয়াশ বিষয়ক স্থাপনা ও অবকাঠমো এবং এর বর্তমান অবস্থা চিহ্নিত করা। • ওয়াশ ও দুর্যোগ সংক্রান্ত সকল সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির অবস্থান ও যোগাযোগ তথ্য দেয়া।

		• জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারনে এলাকার নিরাপদ পানির উৎস ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার বিপন্নতা চিহ্নিত করা। • সংকটকালে ও দুর্যোগে ব্যবহারযোগ্য ওয়াশ স্থাপনা ও যাতায়াত ব্যবস্থা চিহ্নিত করা। • ওয়াশ বিপন্ন ও সম্ভাব্য বিপন্ন পরিবার চিহ্নিত করা। • ভৌগোলিক এলাকাকে দুর্যোগ ও ওয়াশ বিপন্নতার আলোকে ভাগ করা।
উপকরণ		• ব্রাউন পেপার। • পেন্সিল। • পার্মানেন্ট মার্কার/পেপার মার্কার/আর্টলাইনার। • স্কেল। • সিগনেচার পেন/রঙিন পেন। • টিপ।
টুলটি ব্যবহারের প্রক্রিয়া		• সকলে গোল হয়ে বা ইউ আকৃতিতে বসবেন। • সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। • সহায়ক অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। • অংশগ্রহণকারীদের জড়তা মোচন ও আলোচনায় অংশগ্রহণে উৎসাহী করে তোলার জন্য গ্রামের/এলাকার ওয়াশ বিষয়ক আলোচনা শুরু করবেন এবং সকল অংশগ্রহণকারী যেন আলোচনায় অংশ নেয় সে বিষয়ে নজর রাখবেন। • সঠিক মানচিত্রায়ন করার জন্য ওয়াশ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেবেন এবং বিষয়টি অংশগ্রহণকারীরা বুঝতে পারলেন কিনা জানার জন্য প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করবেন। • এবার সহায়ক এই পদ্ধতিতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা বিশ্লেষণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করবেন। দলীয়ভাবে এবং ওয়াশ বিপন্নতা বিশ্লেষণের দৃষ্টি থেকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কিভাবে গ্রামের/এলাকার ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, জলবায়ু এবং নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চার অবস্থা বিশ্লেষণ করে ম্যাপ তৈরী করতে হবে তা বুঝিয়ে দেবেন। • অংশগ্রহনকারীদের মধ্য থেকে একজন নেতা নির্বাচন করে দেবেন ও ম্যাপ তৈরীর উপকরণগুলি দেবেন। প্রথমে গ্রামের/এলাকার সীমারেখা চিহ্নিত করবেন, গ্রামের পাশের রাস্তা, নদী, খাল চিহ্নিত করবেন। গ্রামের/এলাকার ভিতরের রাস্তা, নদী, খাল, পুকুর চিহ্নিত করবেন। গ্রামের/এলাকার পানির উৎসগুলি (টিউবওয়েল, পিএসএফ, পুকুর, ইত্যাদি) চিহ্নিত করবেন। রঙ দিয়ে পানির উৎসগুলি নিরাপদ কিনা তা চিহ্নিত করবেন। এমনভাবে রঙ ও রেখা ব্যবহার করবেন, যাতে গ্রামের/এলাকার ওয়াশ বিপন্নতা পরিস্কারভাবে ফুটে ওঠে। • মানচিত্র আঁকা শেষ হলে দেয়ালে ঝুলিয়ে উপস্থাপন করবেন। অংশগ্রহনকারীদের নিকট থেকে যথার্থতা যাচাই করে নেবেন। দরকার হলে মানচিত্রটি সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন করবেন। • মানচিত্রের ভিত্তিতে সংক্ষেপে আবার গ্রামের/এলাকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা আলোচনা করবেন। • সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

ওয়াশ মানচিত্র আকার সময় যা যা করণীয়		• কাগজের/মানচিত্রের উপরের দিকটি হবে উত্তর দিক। একটি তীর (→) চিহ্নের মাধমে তা চিহ্নিত করতে হবে। অথবা একটি ক্রস তীর (✥)দিয়ে সকল দিক চিহ্নিত করা যেতে পারে। • মানচিত্রের একটি নাম দিতে হবে। নামটি মানচিত্রের উপরে থাকবে। • মানচিত্রের বাইরে একপাশে নির্দেশিকা/সংকেতগুলি দিতে হবে। • মানচিত্রটি যে গ্রামের/এলাকার সেই গ্রামের নাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলার নাম দিতে হবে। • অংশগ্রহণকারীদের নাম ও তারিখ দিতে হবে।
মানচিত্রায়নের মাধ্যমে যেসকল তথ্য আনতে হবে		• প্রতিটি খানা ⌂ চিহ্নিত করা এবং খানার খানা প্রধানের নাম ও সদস্য সংখ্যা লিখা। • খানাটি অর্থনৈতিকভাবে কোন শ্রেণীতে পরে তা চিহ্নত করা। (অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণ বা well being ranking.) • এলাকার/গ্রামের কোন জনগোষ্ঠি বা কোন এলাকাটি বেশি বিপন্ন এবং সেখানে কারা বসবাস করেন। • তাদের বিপন্নতা কি কি। • বিগত কয়েক বছরে গ্রামের/এলাকার বিপন্নতার কি কি পরিবর্তন হয়েছে। • বিগত কয়েক বছরে গ্রামের/এলাকার আবহাওয়া/জলবায়ুর কি কি পরিবর্তন হয়েছে। • বিপন্নতা বৃদ্ধির কারনগুলি। • সরকারি ওয়াশ সেবাসমূহে জনগণের অভিগম্যতা। • এলাকার/গ্রামের পানির উৎসগুলির অবস্থান ও মান। • টিউবওয়েলে যথেষ্ট পানি পাওয়া যায় কিনা। • পানিতে আর্সেনিক আছে কিনা, নিয়মিত পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ হয় কিনা। • আবাসন খেকে পানির উৎস ঋতুভেদে পানি সংগ্রহের অসুবিধাগুলি। • পিএসএফ আছে কিনা, অবস্থান, পানি নিরাপদ কিনা, রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কিনা। • বছরের কোন সময়ে পানির মানের অবনতি হয়। • পুকুরগুলির পাড় উচু কিনা, পুকুরে বাইরের পানি প্রবেশ করে কিনা। • টিউবওয়েল, পিএসএফ ও পুকুরের মালিকানা। • সরকারি/এনজিও টিউবওয়েল, পিএসএফ ও পুকুরের চিহ্নিতকরণ। • সরকারি উৎসগুলি বেদখল থাকলে তা চিহ্নিত করা। • টয়লেটের মান ও ধরণ • টয়লেটের সম্ভাব্য ঝুকি • আশ্রয়কেন্দ্র ও এর সুযোগ সুবিধা • যাতায়াত ব্যবস্থা (স্বাভাবিক সময় ও দুর্যোগকালীন) • ওয়াশ কর্মসূচির প্রভাব ও কার্যকারিতা নিরূপনে কোন কোন বিষয়গুলি পরিমাপক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। • এলাকার ঝুকি, সম্ভাব্য কোন দুর্যোগের কারণে কোন এলাকা কি ধরণের ঝুকিতে আছে তা চিহ্নিত করা।
অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণ		কোন এলাকার জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করাকে বলে wellbeing ranking বা অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণ।

অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণ বা wellbeing ranking এর নিয়ম	অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণ বা well being ranking এর কাজটি তাত্ত্বিক বিবেচনায় না গিয়ে জনগণের উপর ছেড়ে দিন। • সহায়ক অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। • প্রাথমিক আলোচনা অংশগ্রহণকারীদের এমনভাবে উপস্থাপন করবেন যেন স্থানীয় অধিবাসীদের শ্রেণীকরণে সকলে নিরপেক্ষ মতামত দেন। • ওয়ার্ড ওয়াশ মানচিত্রের কোন দিক থেকে চিহ্নিত খানাসমূহের অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণ বা well being ranking করবেন তা আগে ঠিক করুন । এটা একেকটা গ্রাম ধরে বা মধ্যবর্তী কোন রাস্তার ডান, বাম, উত্তর বা দক্ষিণ দিক থেকেও শুরু করা যেতে পারে। • প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে জানুন এ গ্রামে বা মানচিত্রের নির্ধারিত অংশে বড় লোক বা ধনী পরিবার কারা। এলাকায় কোন পরিবারকে আপনারা বড়লোক বলেন? চিহ্নিত পরিবারের অঙ্কিত ⌂ ঘরে (ওয়াশ ম্যাপিং এর প্রথমে চিহ্নত) R লিখুন। • এর পরে জানুন তুলনামূলকভাবে কম বড়লোক কারা, বা কোন পরিবারের কোন অভাব নেই এবং সম্পদ বা টাকা-পয়সা আছে তবে এর পরিমাণ খুব বেশি না। এসকল খানার অঙ্কিত ঘরে A লিখুন। • এরপর জানুন কোন কোন খানা/পরিবার-এর কোন অভাব নেই আবার বাড়তি আয় ও সম্পদ নেই। তারা খেয়ে-পরে মোটামুটি ভাল আছে, কিন্তু জৌলুস নেই। এসকল খানার অঙ্কিত ঘরে B লিখুন। • এবার প্রশ্ন করুন, বাকি সব খানাই কি তাহলে গরীব/দরিদ্র? এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতে যদি কোন খানা না পড়ে তাহলে সে খানাকে উপরের কোন একটি শ্রেণীতে ফেলুন (আলোচনা করে)। • এর পর আমরা ধরে নেব মানচিত্রে অঙ্কিত বাকি সকল খানা দরিদ্র। • এর পর প্রশ্ন করুন, বাকি সকল খানা কি একই রকম/ধরণের গরীব? এদের মধ্যে কি কোন কম বেশি আছে কি না? • অংশগ্রহণকারীদের সময় দিন যাতে তারা আলোচনা ও চিন্তা করে ঠিক করতে পারে কোন খানা কম দরিদ্র এবং কোন খানা বেশি দরিদ্র। • সহায়ক এবার শ্রেণীকরণ হয়নি এমন খানা প্রধানের নাম বলবেন এবং তিনি কোন ধরণের গরীব/দরিদ্র তা অংশগ্রহণকারীগন বলবেন। এ ক্ষেত্রে সহায়ক পূর্বের মত এক একটি পাড়া বা মানচিত্রের একটি দিক থেকে পরিবারের শ্রেনীকরণ করতে পারেন। • ধরা যাক বলা হল-উত্তর পাড়ার বাছির মোল্লার কি অবস্থা? উত্তরে অংশগ্রহণকারীরা একমত হয়ে মোটামুটি বা কম গরীব বললে তার অঙ্কিত ঘরে C লিখুন এবং বেশি গরীব বললে D লিখুন। এভাবে মানচিত্রের সকল খানা ৫টি শ্রেণীতে ভাগ করুন । • এখানে সহায়ক মনে রাখবেন- R = ধনী A = উচ্চ-মধ্যবিত্ত B = মধ্যবিত্ত C = দরিদ্র D = অতি দরিদ্র

নোট: ওয়ার্ডের আকার ও জনসংখ্যা বেশী হলে ধারাবাহিকভাবে অংশগ্রহণকারীগণ বেশি সময় নাও দিতে পারে। কাজের মানের স্বার্থে সেক্ষেত্রে এ কাজটি দুই দিনে করা যেতে পারে।

৭. ওয়ার্ড উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা (Ward Development Plan)

একই স্থান	
ওয়ার্ড উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা	স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ওয়ার্ডভিত্তিক একটি পরিকল্পনা যেখানে ওয়াশসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক, যোগাযোগ, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে একটি সার্বজনীন ও সমন্বিত দিক নির্দেশনা থাকে। এ পরিকল্পনার মধ্যে সমস্যা, সমস্যার কারণ, করণীয়, কে কিভাবে কোন দায়িত্ব কখন পালন করবে তা উলে- খ থাকে। কর্ম-পরিকল্পনা তৈরীর সময় জলবায়ু পরিবর্তসজনিত অবস্থার সাথে মানিয়ে চলার বিষয়টি মাথায় রেখে সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে হবে।
উদ্দেশ্য	• তিন দিন ব্যাপী জনঅংশগ্রহণমূলক ওয়াশ বিপদাপন্নতা নিরূপণ কাজের চুড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছানো । • সংশ্লিষ্ট জণগণকে তাদের সমস্যা মনে করিয়ে দেয়া এবং এর আলোকে করণীয় ঠিক করার সক্ষমতা অর্জন করানো। • এলাকায় বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান ও তাদের কাজ সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি করা। • প্রকল্পের কাজের সাথে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা। • নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করা এবং দায়িত্বশীল করে তোলা। • এ কর্ম-পরিকল্পনার সাথে ভবিষ্যতে ইউপি বাজেট, এডিপি, এলজিএসপি ইত্যাদি খাতের সাথে সমন্বয় এর সুযোগ সৃষ্টি করা। • জনগণের নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করার তাড়না সৃষ্টি করা।
পূর্ব-প্রস্তুতি	• সহায়ক ও নোট টেকাররা দুই দিনের প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বিষয়ভিত্তিক সমস্যাগুলো সাজাবেন। প্রথমে ওয়াশ সংক্রান্ত পরে অন্যান্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, যোগাযোগ, কৃষি, দুর্যোগ ইত্যাদি বিষয়ের পয়েন্ট থাকবে। • সমস্যার পয়েন্ট ও কারণ অধিকাংশ পাওয়া যাবে দলীয় আলোচনায় এবং বর্তমান অবস্থার পয়েন্ট অধিকাংশ পাওয়া যাবে ওয়াশ মানচিত্রে। • একটি ব্রাউন পেপার নিয়ে একে ৫টি কলামে বিভক্ত করুন । • ৫ টি কলামের টেবিল আঁকা থাকবে। প্রথম কলামে সমস্যা লিখা খাকবে যা প্রথম দিনে দলীয় আলোচনাসহ অন্যান্য টুল ব্যবহারের সময় অংশগ্রহণকারীগণ বলেছেন। দ্বিতীয় কলামে সমস্যার প্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থার তথ্য থাকবে যা অংশগ্রহণকারীগণ দ্বিতীয় দিন ওয়াশ মানচিত্র আঁকার সময় বলেছেন। এ কলামে সংখ্যাগত ও গুণগত দুই ধরণের তথ্য থাকতে পারে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম কলাম ফাকা থাকবে যেখানে যথাক্রমে করণীয়, কে করবে, কখন করবে সংক্রান্ত তথ্য বসবে। • এভাবে যত সম্ভ ব সংশ্লিষ্ট তত পয়েন্ট লিপিবদ্ধ করুন ।
উপকরণ	• ব্রাউন পেপার- আংশিক লিখা • ব্রাউন পেপার • নোট বুক • কলম • মার্কার • আর্ট পেন্সিল

প্রক্রিয়া

- আলোচনার উদ্দেশ্য পরিস্কার করে বলুন।
- আংশিক পূরণ করা ব্রাউন পেপার অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপন করুন ।
- প্রতিটি ইস্যু সংক্রান্ত সমস্যা ও বর্তমান অবস্থা ঠিক আছে কি না তাদের মতামত নিন। পরিবর্তন হলে পরিবর্তন করুন । এর প্রেক্ষিতে কি করণীয় তা তাদের কাছে জানুন। এর পর পাশে খালি কলামে করণীয় লিখুন। একইভাবে সংশ্লিষ্ট কাজটি কে করবে/কার দায়িত্ব এবং কখন করবে সে সংক্রান্ত তথ্য পরবর্তী দুই কলামে লিখুন। এই লিখার কাজটি অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে এক বা দুই জন স্বেচ্ছাসেবক করলে ভাল হয়।
- উপরোক্ত নিয়মে সকল আংশিক লিখা ব্রাউন পেপার পূরণ করুন । নতুন কোন পয়েন্ট পেলে তা নতুন খালি ব্রাউন পেপারে সমস্যা, বর্তমান অবস্থা লিখে একই নিয়মে তথ্য সংগ্রহ করুন ।
- বিভিন্ন কলামে ভিন্ন ভিন্ন রং এর মার্কার ব্যবহার করতে পারেন।
- এভাবে খসড়া কর্ম-পরিকল্পনা ঠিক হলে তা স্থানীয় কাউকে দিয়ে পড়াবেন। কোন পরিবর্তন হলে তাৎক্ষণিক পরিবর্তন করে নেবেন।

উদাহরণ

নিরাপদ পানি ঃ----------

কর্মপরিকল্পনা					
সমস্যা	**করণীয়**	**কে করবে**	**কিভাবে করবে**	**সংখ্যা**	**কখন করবে**
পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি অচল পি এস এফ	ঝুঁকিপূর্ণ পুকুর পাড় সংস্কার ও পুকুর খনন পি এস এফ সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন	ডিপিএইচই, এনজিও, ইউপি ইউ পি, এন জি ও, নিজেরা	ঝুঁকিপূর্ণ ও উপযোগী পুকুরসমূহ চিহ্নিত করে ইউ পি এর সাহায্যে পুকুর খনন ও পাড় সংস্কার এন জি ও এর সাহায্যে পি এস এফ তৈরী ও সংস্কার এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষন	নতুন পি এস এফ - ৭ টি পি এস এফ সংস্কার - ৩ টি	২০১৪ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে

এভাবে পায়খানা, স্বাস্থ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্যসেবাসহ সকল বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করে স্থানীয় জনগনের ওয়ার্ড ওয়াশ কর্ম-পরিকল্পনা করুন । পরবর্তীতে এর সাথে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য বিষয় যোগ করে ওয়ার্ড উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

৮. ওয়ার্ড পর্যায়ে তথ্য যাচাই ও স্বীকৃতি (Data Validation at ward level)

স্থান: একই ওয়ার্ডে ভিন্ন কোন গ্রামে বা খোলা মাঠে		
তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই কি		যে প্রক্রিয়ায় কোন একজন ব্যাক্তি/গ্রুপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য/মতামত অন্য কোন ব্যক্তি/গ্রুপের কাছে উপস্থাপন করে এর গ্রহণযোগ্যতা ও কতটুকু প্রাসঙ্গিক তা বিচার করা হয় তাকে বলে তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা যাচাইকরণ বা বৈধকরণ। এর মাধ্যমে বিস্তৃত পরিসরে কোন তথ্যে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা হয়।
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা নিরূপণ ও ভেলিডেশন সেশন		একটি ওয়ার্ডে একটি গ্রাম বা পাড়ায় প্রথম ২ দিন ব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ ও অন্যান্য বিপন্নতা নিরূপণ করা হয়েছিল তা দিয়ে সকল বিষয়ে পুরো একটি ওয়ার্ডকে সঠিকভাবে বোঝা নাও যেতে পারে। আবার এর প্রেক্ষিতে করা কর্ম-পরিকল্পনার সাথে সকলে একমত নাও হতে পারে। তাই একটি ওয়ার্ডের সকল বাড়ির ওয়াশ ও অন্যান্য তথ্য, এর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা নিরূপণ, সমস্যার ভিন্নতা, খাপ খাওয়ানোর কৌশল জানার জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের অন্য জায়গায় ভেলিডেশন সেশন করা জরুরী ।
উপকরণ		• প্রথম দুইদিন ২৫ জনের ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাহায্যে করা প্রায় সকল আউটপুট (ওরিয়েন্টেশন রিপোর্ট, এফজিডি, অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণসহ ওয়াশ ম্যাপিং, ওয়াশ ক্যালেন্ডার, প্রাতিষ্ঠানিক মানচিত্র, সমস্যার অগ্রাধিকারক্রম বিশ্লেষণ) এবং পরে তৈরী করা ওয়ার্ড উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা। • নোট বুক • কলম • মার্কার • আর্ট পেন্সিল • বোর্ড স্ট্যান্ড • বোর্ড ক্লিপ • স্কচ টেপ
উদ্দেশ্য		• পূর্ববর্তী সেশনসমুহে প্রাপ্ত মতামতের যথার্থতা নিরূপণ ও তা পুরো ওয়ার্ডের জন্য ঠিক আছে কি না তা যাচাই করা। • জলবায়ু পরিবর্তনজণিত ওয়াশ বিপন্নতা নিরূপণে বিভিন্ন জায়গার লোকদের মতামত ও সমর্থন আদায় করা। • ওয়ার্ড উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনার সাথে স্থানীয় অধিবাসীদের একাত্বতা করা। • স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা আলাপের সাথে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা । • বড় পরিসরে প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল, পরিকল্পনা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সহায়তা করা।

প্রক্রিয়া		• অংশগ্রহণকারী সকলে ইউ আকৃতিতে বসবেন। • সবার মাঝে পূর্বে তৈরীকৃত টুলগুলো একটি বোর্ড স্ট্যান্ড এর মধ্যে ক্লিপ দিয়ে আটকানো থাকবে (ওরিয়েন্টেশন রিপোর্ট, দলীয় আলোচনা, ওয়াশ ক্যালেন্ডার, প্রাতিষ্ঠানিক মানচিত্র, সমস্যার অগ্রাধিকারক্রম বিশ্লেষণ, ওয়াশ ম্যাপিং, কর্ম-পরিকল্পনা)। এর মধ্যে সবার উপরের কাগজে বিষয়-বস্তুর নাম, স্থান, তারিখ ইত্যাদি লিখা থাকবে। • অংশগ্রহণকারী সকলে গোল হয়ে বা ইউ আকৃতিতে বসবেন। • শুভেচ্ছা বিনিময় ও পরিচয় পর্ব শেষ করবেন। • ২/৩ মিনিট সৌজন্যমুলক কথা বলা • আলোচনার উদ্দেশ্য পরিস্কার করে বলা • সকল অংশগ্রহণকারীর টয়লেট এর মালিকানা, ধরণ, ব্যবহার, দূরত্ব, পরিচ্ছন্নতা , খাবার পানির উৎস, মালিকানা, ব্যবহার, দুরত্ব, অর্থ-ব্যয়, সময় ব্যয় এবং অন্যান্য গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত পানির উৎস, ধরণ, সহজলভ্যতা এবং এ সকল সেবা প্রাপ্তির উৎস ইত্যাদি তথ্য জানবেন। • এর পর পূর্ববর্তী দিনে করা ওরিয়েন্টেশন রিপোর্ট উপস্থাপন করুন । বর্তমান সেশনের বক্তব্যের সাথে পার্থক্য, যোজন বিয়োজন চিহ্নিত করুন । • যে টুল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের গ্রহনযোগ্যতা যাচাই করা হবে প্রথমে সে টুল সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দিতে হবে। • এর পর ধারাবাহিকভাবে সকল টুল থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করুন এবং তাদের বাস্তবতার সাথে এর যথার্থতা বিচার করার সুযোগ দিন। প্রতিটি টুলের তথ্যের পার্থক্য থাকলে এর কারণসহ লিপিবদ্ধ করুন । • এখানে নোট টেকারকে সবসময়ের জন্য সজাগ থাকতে হবে। সহায়ক খেয়াল রাখবেন নোট টেকার সকল নোট নিতে পারছেন কি না। • সকল অংশগ্রহণকারী যেন মতামত দিতে পারেন সে দিকে সহায়ক খেয়াল রাখবেন। • ওয়াশ ম্যাপিং সেশনে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ফাকা স্থান অংশগ্রহণকারীদের সহায়তায় পূরণ করুন । • এলাকায় বিদ্যমান সকল ওয়াশ বিপন্নতার আলোকে সমস্যা সমাধানে নতুন কর্ম-কৌশল নিরূপণ। • সংকটকালে ও দুর্যোগে ব্যবহারযোগ্য ওয়াশ বিষয়ক বিকল্প উৎস সম্পর্কে ধারণা। • সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সেশন শেষ করুন ।

৯. তথ্য সন্নিবেশকরণ (Data Compilation)

অংশগ্রহণমূলক ওয়াশ বিপদাপন্নতা নিরূপণ (Participatory Wash Vulnerability Assessment-PWVA)- এর আওতায় সকল টুল ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত তথ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট ফরমেটের আওতায় প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে। এ প্রতিবেদন তৈরীর কাজ শুরু হবার পূর্বে সহায়ক ও নোট টেকার এর দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পাদন করা প্রয়োজন।

সহায়কের দায়িত্ব

- নোট টেকার ঠিকমত নোট নিতে পারছে কি না তা নিশ্চিত করা।
- প্রতিদিনের নোট পরিস্কার করে নোট টেকারকে দিয়ে লিখিয়ে রাখা।
- উভয় দিনের শেষে একটা সুবিধাজনক সময়ে নোট টেকার ও সহযোগীকে নিয়ে কোন ইস্যুতে কি তথ্য এসেছে তা শেয়ার করা এবং নিজে নোট নেয়া।
- দুই দিনের তথ্য সংগ্রহ শেষ হবার পর নোট টেকার ও সহযোগীকে নিয়ে একটি শেয়ারিং সেশন করা। এখানে PWVA -এর রিপোর্টিং ফরমেট অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য এসেছে কি না তা দেখা। কোথাও কোন অস্পষ্টতা ও ঘাটতি থাকলে সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে ফোন করে জেনে নেবেন।

নোট টেকারের দায়িত্ব

- প্রতিদিনের প্রাপ্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট রাতে অন্য কাগজে পরিস্কার করে লিখে ফেলুন।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় উল্লেখ করুন ।
- কোন কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে সহায়কের সাথে শেয়ার করুন ।
- সকল তথ্যদাতা/অংশগ্রহণকারীরর টেলিফোন নম্বর রাখা, যাতে প্রয়োজনে পরে তাদের সাথে যোগাযোগ করা যায়।

১০. ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য যাচাই ও স্বীকৃতি

স্থান: ইউনিয়ন পরিষদের সামনে বা খোলা কোন মাঠে	
তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই কি	যে প্রক্রিয়ায় কোন একজন ব্যাক্তি/গ্রুপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য/মতামত অন্য কোন ব্যক্তি/গ্রুপের কাছে উপস্থাপন করে এর গ্রহণযোগ্যতা ও কতটুকু প্রাসঙ্গিক তা বিচার করা হয় তাকে বলে তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা যাচাইকরণ বা বৈধকরণ। এর মাধ্যমে বিস্তৃত পরিসরে কোন তথ্যে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা হয়।
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপদাপন্নতা নিরূপণ ও ইউনিয়ন ভেলিডেশন সেশন	ইতোমধ্যে ৯টি ওয়ার্ডে করা ওয়াশ বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ ও উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা পাওয়া গেছে যা ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ডের প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু সার্বিকভাবে ইউনিয়নের চিত্র ফুটে উঠে না। একটি ইউনিয়নের জলবায়ু পরিবর্তনের চিত্র, জনগণের উপলব্ধি, ওয়াশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ওয়াশের বর্তমান চিত্র সার্বিকভাবে একত্রিত করে উপস্থাপন ও এর স্বীকৃতি আদায় করা প্রয়োজন।
উপকরণ	• ৯ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাহায্যে করা সংশ্লিষ্ট সকল আউটপুট -ওরিয়েন্টেশন রিপোর্ট, এফজিডি, অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণসহ ওয়াশ ম্যাপিং, ওয়াশ ক্যালেন্ডার, প্রাতিষ্ঠানিক মানচিত্র, সমস্যার অগ্রাধিকারক্রম বিশ্লেষণ এবং পরে তৈরী করা ওয়ার্ড উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা। • দঁড়ি • স্কচ টেপ • ক্লিপ • নোট বুক • কলম • মাল্টি মিডিয়া • নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ এর জন্য জেনারেটর • সাউন্ড সিস্টেম, ইত্যাদি।
উদ্দেশ্য	• জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ইউনিয়নভিত্তিক ওয়াশ বিপন্নতার যথার্থতা নিরূপণ ও তা পুরো ইউনিয়নের জন্য ঠিক আছে কি না তা যাচাই করা। • জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ইউনিয়নভিত্তিক ওয়াশ বিপন্নতা নিরূপণে বিভিন্ন জায়গার লোকদের মতামত ও সমর্থন আদায় করা। • ইউনিয়ন ভিত্তক উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনার সাথে স্থানীয় অধিবাসীদের একত্র করা। • স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্ট্যাকহোল্ডারদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ওয়াশ বিপন্নতা আলাপের সাথে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা । • বড় পরিসরে প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল, পরিকল্পনা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সহায়তা করা। • ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট এর সাথে ইউনিয়ন উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনার সমন্বয় ঘটানো।

পূর্ব-প্রস্তুতি		• ওয়ার্ড প্রতিবেদনসমূহের তথ্য নিয়ে একটি ইউপি ভিত্তিক পাওয়ার পয়েন্ট প্রতিবেদন তৈরী করুন। • ৯ ওয়ার্ডের ওয়াশ ম্যাপ, প্রাতিষ্ঠানিক ম্যাপ, ওয়াশ ক্যালেন্ডার, সমস্যার অগ্রাধিকারক্রম বিশ্লেষণ ঠিক আছে কি না তা দেখুন। • ইউনিয়ন ভ্যালিডেশন এর কোন স্থানে কিভাবে উপরোক্ত মানচিত্র/তথ্যগুলো সাজাবেন তা ঠিক করে রাখুন। • ইউনিয়ন তথ্য ভ্যালিডেশন যেন উৎসবমুখর হয় তার প্রস্তুতি নিন। • তথ্য ভ্যালিডেশন এর অন্তত ২ দিন পূর্বে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনের প্রিন্ট কপি ইউপি চেয়ারম্যান-এর কাছে দিন যাতে তিনি এটা কিভাবে উপস্থাপন করবেন তা ভালভাবে আয়ত্বে আনতে পারেন। • ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, অপ্রাতিষ্ঠানিক দল ও ভলান্টিয়ার দলের সকল সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করুন ।
প্রক্রিয়া		• সকলের সামনে প্রদর্শনের জন্য ওয়ার্ড পর্যায়ে পূর্বে তৈরীকৃত টুলগুলো (ওয়াশ ক্যালেন্ডার, প্রাতিষ্ঠানিক মানচিত্র, সমস্যার অগ্রাধিকারক্রম বিশ্লেষণ, ওয়াশ ম্যাপিং, কর্ম-পরিকল্পনা) সাজিয়ে রাখুন। • অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য স্বাচ্ছন্দে বসার জায়গা রাখুন। • মাল্টিমিডিয়া সঠিকভাবে সেট করে রাখুন। • উপস্থাপক আগত সকলের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। • প্রথমে ২/১ জন ইউপি সদস্য ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কিভাবে ওয়ার্ড ভিত্তিক ওয়াশ বিপন্নতা নিরূপণ করেছেন তা সংক্ষেপে বলবেন। • একজন মহিলা ইউপি সদস্য ওয়াশ বিপন্নতা নিরূপণে তার অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা বলবেন। • এর পর উপস্থাপক পরবর্তী উদ্দেশ্য পরিস্কার করে বলে ইউপি চেয়ারম্যানের হাতে মাইক ছেড়ে দেবেন। • ইউপি চেয়ারম্যান শুভেচ্ছা বিনিময় করে আজকের তথ্য উপস্থাপনের উদ্দেশ্য বলবেন। • তিনি মাল্টি মিডিয়ার সাহায্যে তথ্য উপস্থাপন করবেন ও জনগণের মতামত নেবেন। প্রয়োজন মনে করলে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের জন্য তিনি সহায়কের সাহায্য নিতে পারেন। • এভাবে সকল তথ্য উপস্থাপন শেষে ইউপি চেয়ারম্যান উপস্থাপিত তথ্য সম্পর্কে সকলের মতামত চাইবেন। • তথ্য সম্পর্কে কারো দ্বিমত থাকলে বা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে তা সহায়ক নোট নেবেন। • সকলের মতামত নেয়া শেষ হলে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সেশন শেষ করুন।

নোট

নোট

রূপান্তর
RUPANTAR

সুশীলন
Shushilan

UST
Unnayan Shahojogy Team

SUS

ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

বাড়ী ৯৭/বি, রোড ২৫, ব্লক এ
বনানী, ঢাকা ১২১৩

ফোন: +৮৮০ ২ ৮৮১৫৭৫৭, ৮৮১৮৫২১
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯৮৮২৫৭৭

ইমেল: wateraidbangaldesh@wateraid.org